পারানির কড়ি

BANGLADARSHAN.COM

জ্যোৎস্না মন্ডল

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
স্বপ্নের দেশে	৩
ঘুম ভাঙার গান	৪
সোহাগী চাঁদ	৫
অভাগীর স্বপ্ন	৬
মেঘ ডেকেছে	৭
গতি	৮
নতুন দিনের আশায়	৯
পারানির কড়ি	১০
তাকিও না পিছয়	১১
খোঁজা	১২
চলো ছন্দে	১৩
অধরাই রয়ে গেলে	১৪
ভয়	১৫
জীবনের রসাস্বাদন	১৬
অপেক্ষা	১৭
হিসেব	১৮
খোলা হাওয়ায়	১৯
শীতের ছোঁয়ায়	২০
প্রাপ্তি	২১
জীবন গড়ি	২২
স্বপ্নউড়ান	২৩
পথ ও পথিক	২৪
ফাগুন কেড়ে নিলি	২৫
কথার খেলাপ	২৬
সুযোগ মতো	২৭

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্নের দেশে

রাত্রি শেষে ঘুমের দেশে
স্বপ্ন কেমন মৃদু হাসে,
চোখের পাতায় ভার লাগেনা
এমনি করেই মুদে আসে।

মুখের উপর চাঁদের আলো
মিষ্টি করে পড়ল এসে,
ঘুমের ঘোরেই তলিয়ে যাই
ঝলমলে রূপকথার দেশে।

যাদুর কাঠি বুলিয়ে দেয়
কে যেন এক রাতের শেষে,
রূপোলী রাতের স্নিগ্ধ আলোয়
খুশির ঝলক হৃদয়ে মেশে।

BANGLADARSHAN.COM

ঘুম ভাঙার গান

আসুক ঘুম ভাঙানির পথে ঘুম ভাঙার গান,
নব কলেবর রক্তাক্ত ছিন্ন মস্তার শিরোচ্ছেদের মতন,
যতই চাও না কেন হয় না আমূল পরিবর্তন
শত চীৎকারেও ঘুম ভাঙেনা, নড়েনা স্থিতির আসন।

মূল্যবোধ ধূলায় লোটে হয় না মূল্যায়ন,
অনৈতিকতার হাত ধরে আসে কুৎসিত যত প্রলোভন,
নীতির ঘরে অভাব যেন চলছে আজীবন,
ঘুম ভাঙার গান গাইতে হবে হও আগুয়ান।

BANGLADARSHAN.COM

সোহাগী চাঁদ

আজ আবার আমার বারান্দায় চাঁদের আগমন
মুছিয়ে দিল আলতো করে যত নিকষ কালো,
মন পেয়ালায় অজান্তে খুঁজি সমুদ্রের ফেণিল তরঙ্গ
সোহাগী চাঁদে মুগ্ধতার আবেশ মানিয়েছে বেশ ভালো।

ফুটফুটে জোছনায় মাখামাখি স্নিগ্ধ শীতল তনু
রূপসাগরে ডুব দিয়ে মন পরিপূর্ণতা পেল,
রঙিন ফ্রেমে মন বাঁধানো প্রাঞ্জল হয়ে উঠুক
আমার বারান্দায় আজ চাঁদের মিঠেল আলো।

BANGLADARSHAN.COM

অভাগীর স্বপ্ন

এক চিলতে রোদ্দুর আজ
অভাগীর ভাঙ্গা ঘরে,
হিমশীতল হাত দুখানি
সেঁকে নেয় যত্ন করে।
একরতি মেয়েটাকে মানুষ করবে
মানুষের মতন,
দুটো বাড়তি কাজ নিয়ে
বুনতে থাকে কতই স্বপন।
বাপ মরা মেয়েটা
ভাবায় অভাগীর জীবন,
পয়সা জমায় অভাগীনি
হয় না সংকুলান।
পিতৃমুখী মেয়ের দিকে
তাকিয়ে থাকে অভাগী,
ভবিষ্যতের আলোর কিরণ
মেয়ের মুখে পড়বে কি?

BANGLADARSHAN.COM

মেঘ ডেকেছে

মেঘ ডেকে বলল হেসে,
বসো আমার কাছটি ঘেঁষে।
ঐ দূরে সোনার গাঁও,
সবুজ সব যেদিকে তাকাও।
কুল কুল করে বইছে নদী
নামটি তার শিলাবতী।
কোন অজানা গন্ধ এসে,
মাতিয়ে দিল এক নিমেষে।
অনেক দূরের একলা পাহাড়,
গুমোর অতি রূপের বাহার।
দূরের গভীর বনানী ডাকে,
আয় কাছে আয় কাজের ফাঁকে।
আমার কোলের নরম ছায়ায়,
শরীর জুড়াতে আয় প্রাণে আয়।
বিহঙ্গের ডানায় চড়ে,
নীলাকাশে যাবই উড়ে।
মেঘ এল বৃষ্টি নিয়ে,
চাতকী তাই মুখ উচিয়ে।
মেঘের ডাকে দিয়ে সাড়া,
কল্পনা দিল বাস্তবে নাড়া।

BANGLADARSHAN.COM

গতি

বিশ্ব মাঝে তুমি একেশ্বর,
কেহ নাই তোমার উপর,
রাখ মোদের সদা খবর,
তুমি ঈশ্বর তুমি মহেশ্বর।

বিধর্মী মানুষ গণ,
মানেনা কেউ শাস্ত্র জ্ঞান,
করে সদাই জ্বালাতন,
এরা কচিৎ বুদ্ধিমান।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা,
এ বিশ্ব চলে ত্বরা,
প্রাণ সঞ্চয়ে হয় না তাড়া,
সহজ পথের পাও যে সাড়া।

BANGLADARSHAN.COM

নাই কোনো কালাকাল,
ইহকাল আর পরকাল,
সদা রয় চিরকাল,
সম্মুখে যে মহাকাল।

মায়াজাল বিসর্জিলে,
প্রাণের ফাঁদে নিমজ্জিলে,
কত কষ্ট সহিলে,
এখন সত্যের পথে চলিলে।

নতুন দিনের আশায়

আঁধার রাতের তারারা আমায়
পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়,
অনেক অপেক্ষা অনেক প্রয়াস
আজ আকাশ পানে ধায়।
সন্ধ্যাপ্রদীপ তুলসী তলায়
নিরুত্তরের আশায়,
আনল জ্যোতি রাতের তারা
নিবিড় ঘন তমসায়।
চলার পথে মনের বাতি
কত্ত রঙের খেলায়,
ঘুমের কালে করে ডাকাতি
নিঝুম সন্ধ্যা বেলায়।
শেষ হয় রাত কঠিন ক্ষণে
তোমার ইশারায়,
মন রাঙালে রাত্রিশেষে
নতুন দিনের আশায়।

BANGLADARSHAN.COM

পারানির কড়ি

আয় রে আয় ত্বরা করি,
দেখ তোর খেয়া ঘাটে
বাঁধা আছে পুণ্য তরী।

আয় গোবিন্দ আয় রে মাধব
দাঁড়িয়ে আছে সোনার তরী,
আয় খেয়ালী বিত্ত জন
এ তরী বাইবে হরি।

পাল তুলেছে নদীর বুকে
উজান আজ বড্ড ভারী,
গুন টানে বিষম জোরে
মন মাঝি আজ কান্ডারী।

BANGLADARSHAN.COM

আয় এসে চড় নতুন নায়ে
যার আছে পারানির কড়ি,
মিথ্যে বোঝা নামিয়ে রেখে
জলদি ওঠ ভবের তরী।

তাকিও না পিছু

রাতের নিকষ কালো অন্ধকার নিয়ে চলে
ভাবনার অতল গভীরে,
নিমজ্জমান ভাবনারা জাল বোনে আশার
আলো সঙ্গে করে,
জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান জেনেও
দিন অতিবাহিত হয় সময় নষ্ট করে,
চালচিত্রে লেখা হয়ে যায় জীবন কাহিনী স্তরে স্তরে।

ধীবর শুধু শুধু কেঁদে মরে নদীর চরে,
জলের পানে অপেক্ষমান দৃষ্টি যেন জালোয়ার তরে,
নবীন প্রাণের সঞ্চার ঘটে একমনে একতারে,
সব হারিয়ে যাবে তাকাও যদি পিছন ফিরে।

BANGLADARSHAN.COM

খোঁজা

শেষের দিনগুলি না গুনে
চোখ বুলাই ধারাপাতের পাতায়,
নামতা পড়ি জোরে জোরে
কেমন যেন সব ভুল হয়ে যায়।

সময়কাল বহমান হতে হতে
জীবনের চরে জমতে থাকে পলি,
আজ বেহিসাবী মন খুঁজে বেড়ায়
ছোট্টবেলার সরল দিনগুলি।

যান্ত্রিক দুনিয়ায় ভেসে বেড়ায়
কৃত্রিমতা ঘেরা জটিল জীবন,
শেষের পাতায় প্রথম শ্রেণীর
শুরু হয়ে যাক পঠন পাঠন।

BANGLADARSHAN.COM

চলো ছন্দে

মলয় বাতাস বহে মৃদুমন্দ,
আকুল হল জীবনের ছন্দ,
দখিন দুয়ার কোরো না বন্ধ,
পেরিয়ে যেতে হবে খানা খন্দ।

স্বপ্ন দেখি কাটিয়ে দিনান্ত,
বাস্তবায়নের পথ শক্ত হও,
সবুজায়নের পথে চলা অনন্ত
দূরন্ত মনরে সহজে করে নাও শান্ত।

পান করো অনাবিল আনন্দ
রক্তিম সূর্যের আভায় স্পষ্ট দিগন্ত,
নিজেরে লও চিনে, এ ভূমি অখণ্ড
শক্ত করো সোজা করো মেরুদন্ড।

BANGLADARSHAN.COM

অধরাই রয়ে গেলে

মানুষের ভীড়ে খুঁজেছি অনেক তোমায়,
তোমার দেখা পেলাম না রে হায়,
নদীও অবুঝ হয়ে কখনো গতিপথ বদলায়,
তুমি অধরাই রয়ে গেলে চিরকাল।

ঝিনুকের ভিতর মুক্তো খুঁজে মরি হায়,
সমুদ্রের পাড়ে হেঁটে বেড়াই নগ্ন পায়,
ঝিনুকের বুকে লেখা রয় প্রেম বিরহময়,
তুমি অধরাই রয়ে গেলে চিরকাল।

আকাশের সাতটি তারা পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়,
তোমায় চিনে নিতে ছুটে যাই মোহনায়,
অশান্ত হয় এ পোড়া মন তোমারে পাবার আশায়,
তুমি অধরাই রয়ে গেলে চিরকাল।

BANGLADARSHAN.COM

ভয়

মৃত্যুর চেয়েও মৃত্যুভয় অনেক ভয়ংকর,
ঝড়ের মুখে আমরা সবাই সহযাত্রী,
বিজয় নিশান শোনায় জয়ের খবর,
প্রাণ রক্ষায় আমরা দয়াপ্রার্থী।

মানুষের মধ্যে দূরত্ব আজ কম
ঝড়কে নিয়ে চলছে অনেক খেলা,
গভীর রজনীর কালো অন্ধকারে
প্রাণের পসরা সাজিয়ে বসার পালা।

নিত্য দিনে নিত্য জনের মাঝে
অহেতুক বিতর্কে জড়িয়ে যাওয়া,
সরিয়ে রেখে যত আছে আবর্জনা
আনন্দ বাজারে হারিয়ে যেতে চাওয়া।

BANGLADARSHAN.COM

অকুতোভয়কে করে দমন
জীবন নদে পানসি ভাসিয়ে দেওয়া,
ভীষণ স্রোতে ভয় না পেয়ে
উজান গাঙে পানসি খানি বাওয়া।

জীবনের রসাস্বাদন

একটু একটু করে রসাস্বাদন করে নিতে হয় জীবন পেয়ালায়,
প্রত্যেকটি চুমুকে যে আছে বাঁচার আনন্দ,
মৃগণাভির সন্ধানে জীবনের এতটা অপেক্ষায়,
বৈভবের স্পর্শ লেগে আজ কেঁপে ওঠে অলিন্দ।

অভ্যাস ও মায়াবৃত জীবনে উপলব্ধির কোষ স্ফীত হতে স্ফীততর,
প্রেক্ষাপটে স্বেচ্ছাচারী মন যখন অগ্রগণ্য,
নবীন কলেবরে বেঁধে রাখা মন মরচে ধরে জর্জর,
রাতের আকাশে অদৃশ্য তারাদের মতো জীবন যে নগন্য।

প্রত্যেকটি মুহূর্ত খুবই মূল্যবান,
জীবনের হোক সঠিক মূল্যায়ন,
সময়োপযোগী সময় কাটুক নির্দ্বিধায়,
জীবন বোধের রসিক হয়ে পূর্ণ করো রসাস্বাদন।

BANGLADARSHAN.COM

অপেক্ষা

তোমার জন্য অপেক্ষা ছিল বড়ই আকর্ষণীয়,
এ অপেক্ষা চায় না কোনো ভালোবাসা,
প্রতিদিন বালুচরে খুঁজে ফিরেছি তোমায়,
এ অপেক্ষা করে না কোনো আশা।

তোমার জন্য অপেক্ষা ছিল বড়ই আদরের,
হিজলের ছায়ায় কেটে যেত কত শত দুপুর,
রঙিন খামে পাঠাতাম কত কথা মনের,
এক রাশ আশা নিয়ে চেয়ে রইতাম বহুদূর।

তোমার জন্য অপেক্ষা ছিল একান্ত আপনার,
দৃষ্টি নীলাকাশে উড়ন্ত পাখীর ডানায়,
ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে অপেক্ষা শুধু তোমার,
মানুষের ভীড়ে হারিয়ে যাই তোমায় পাবার আশায়।

BANGLADARSHAN.COM

হিসেব

আজ ভোরে নয়ন মেলিয়া দেখি
সাদা মেঘগুলি পূব পানে ধায়,
মুগ্ধতা নিয়ে বসি নিরালায়,
এ মন ডুবে যায় কবিতা লেখায়।

চাওয়া পাওয়ার হিসাব মেলাতে গিয়ে
দেখা হল মনের পাতায়,
জাবদা খাতা খুলে দেখি
টান পড়ে যায় পাওয়ায়।

ছুঁয়ে যায় মন আগের মতোই
নেবার মতো মন যারে চায়,
একুল ভেঙে ওকুল গড়ে
হিসেব থাকে চিত্রগুপ্তের খাতায়।

BANGLADARSHAN.COM

খোলা হাওয়ায়

একটু খানি হারিয়ে
একটু খানি পাওয়া,
নিয়মিত চলতে থাকে
খুশির আসা-যাওয়া।

কিছু স্মৃতি ভুলে আবার
নতুন স্মৃতি রোপণ,
তাল মিলিয়ে চলতে হবে
এরই নাম জীবন।

কালো মেঘ সরে গিয়ে
সূর্য ওঠে পূব গগনে,
আকাশ ভরে চাঁদের আলোয়
রূপোলী আলো মোর উঠোনে।

BANGLADARSHAN.COM

বাতাস বয় প্রাণের ছন্দে
প্রেমের সাগর দেয় দোলা,
মন মাঝি আজ মাঝ দরিয়ায়
জীবন নদী খোলা।

রামধনুর সাত রঙেতে
মনের ক্যানভাস সাজে,
চৈতী রাতে নিঝুম নিশীথে
পাগল মন তোমায় খোঁজে।

শীতের ছোঁয়ায়

শীতের হিমেল নরম বাতাস
পাখির ডানায় কাঁপন,
শিরশিরানি বুকের ভেতর
গাছের পাতায় নাচন।

উত্তুরে ঐ ঠান্ডা হাওয়ায়
ঠকঠকানির মজা,
একটু উষ্ণতা পাবার আশায়
বুকেতে মুখ গোঁজা।

হৃদয় জুড়ে উদাস সুরে
শীতের আমেজে ভাসা,
নীরব চোখ খুঁজে বেড়ায়
মন চায় সর্বনাশা।

BANGLADARSHAN.COM

প্রাপ্তি

ফুলের বাগানে আমি ফোঁটা একটি ফুল
শোভিতে দিলেন অন্তর্যামী,
ঝরিতে চাহেনা এ মন কখনোই
পৃথিবীর কোলে রইতে চাই আমি।

আরতি করি প্রভাতে সন্ধ্যায়
সুখে দুখে যেন তোমারেই নমি,
সুবাস যেন দিয়ে দিতে পারি
নতুন প্রজন্মের জনমি জনমি।

মনুষ্য জন্ম পরম প্রাপ্তি
ধন্য হল অতীত বর্তমান আগামী,
আঁচল পেতে চাই যে কৃপা
সৃষ্টি সুখে করি যেন পাগলামি।

BANGLADARSHAN.COM

জীবন গড়ি

জীবন নিয়ে গল্প লেখা
অনেক অনেক সহজ,
গল্পের মতন জীবন সাজানো
অনেকটাই কঠিন।

এসো আমরা গল্প দিয়ে
সাধের জীবন সাজাই,
সরল পথে হবে না জানি
এতে মেহনত অনেক চাই।

সুখ দুঃখের মোড়কে থাকে
জীবন গাঁথা লেখা,
যন্ত্রণা থেকে জীবন দামী
অভিজ্ঞতার কাছে শেখা।

BANGLADARSHAN.COM

এসো আমরা সবাই মিলে
সাধের জীবন গড়ি,
দুঃখ ধরুক নৌকার হাল
সুখকে করি কান্ডারী।

স্বপ্নউড়ান

স্বপ্নউড়ান স্বপ্নউড়ান স্বপ্নউড়ান
সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে
বিপন্নদের করেছে স্বপ্ন পূরণ।

গ্রামে গঞ্জে অলিতে গলিতে
স্বপ্নউড়ানের গতি,
বাধা বিঘ্ন পেরিয়েছে আজ
না মেনে কোনো নীতি।

দীন দরিদ্রের নিত্য সেবায়
স্বপ্নপূরণ মগ্ন,
কঠিন লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে
চোখে নিয়ে স্বপ্ন।

BANGLADARSHAN.COM

হাত হাত মিলিয়ে শপথ নেবার
দিন এসেছে এবার,
এসো বন্ধু হাতটি বাড়াও
ঘোচাই আকালের অন্ধকার।

পথ ও পথিক

এক টুকরো রুটির সন্ধানে
কেটে যায় দুই প্রহর,
পথ ও পথিক আজ
মিলে মিশে একাকার,
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস
ক্ষীণ হতে হতে ক্ষীণতর,
এক আকাশ স্বপ্ন নিয়ে
নাজেহাল পথিক ক্রমশঃ।

ক্ষিদের ঘরে আগল দিয়ে
কলম ধরে পথিক,
ধু ধু প্রান্তরে জীবনের রঙ
বিবর্ণ, ধূসর.....
বিশ্বের মাঝে নিজেকে
উজার করে দিতে গিয়ে
মুখ থুবড়ে পড়ে,
রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত হয় হৃদয়,
করেনা আফশোস॥

BANGLADARSHAN.COM

ফাগুন কেড়ে নিলি

আন্ধার রাইত্যে বুকের ভিতর হাহুতাশের সুর,
তুকে ছেইড়্যে একা থাইকত্যে লাইগ্যে মোর ডর,
বুকে আমার কাঁপন ধইরেছ্যে দেহ জর্জর,
মন থিক্যে তুই ফাগুন কেইড়ে গেলি অনেক দূর।

মরদটা ঘরে এস্যেছিল বহুদিনের পর,
না বল্যে চল্যে যায় মুকে করে পর,
ধু ধু মরুর দেশ্যে মন খোঁজে বাঁচার চর,
উড়াইন গেল্য বাউরি বাতাসে প্রেম পীরিতির ঘর,
মন থিক্যে ফাগুন কেইড়ে গেলি অনেক দূর।

তুকে লিয়ে কত স্বপন ছিল মনের ভিতর,
পাষাণ হইয়ে রয়্যে গেলি না বুঝ্যে পীরিতের কদর,
উল্টা দিকে চলছ্যে রে তোর ভিতর ঘরের খবর,
মন থিক্যে ফাগুন কেইড়ে গেলি অনেক দূর।

BANGLADARSHAN.COM

কথার খেলাপ

বলেছিলে হাতে হাত রেখে
দেবে সাগর পাড়ি,
কথা দিয়েছিলে স্বপ্ন দিয়ে
গড়বে সুখের বাড়ি।

নতুন ভোরের আবেশ মেখে
প্রতীক্ষায় এক নারী,
লক্ষ যোজন দূর হতে এলে
মনেতে ঢেউ এলো পাথারি।

রঙ মশালের আলোয় দেখি
বিষণ্ণতায় মুখ ভারি,
স্বপ্ন কিনে স্বপ্ন বেচো
এ কাজে তোমার নেইকো জুরি।

BANGLADARSHAN.COM

নাই বা যদি রাখবে কথা
কেন এত কথার ঝুড়ি?
বসন্ত সবার জন্য নয়
প্রেম পাখি ঐ গেল উড়ি।

সুযোগ মতো

বলছি শোন মন দিয়ে
আমরা কেমন মানুষ হলাম,
সুযোগ সুবিধা যেথায় বেশী
হয়ে যাই তার গোলাম।

শীতের সময় যে রোদকে
সবাই রাখে সমাদরে,
গরমে সেই রোদকেই
মানুষ তিরস্কার করে।

তোমার মূল্য ঠিক ততদিন
তোমাকে তার প্রয়োজন যতদিন,
সমস্যা মিটে গেলেই
ভুলে যাবে তোমার ঋণ।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥